মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট-৯৩৫১
টেলিফোন : ০৪৬৬২-৭৫৩৪৫
ফ্যাক্স : ০৪৬৬২-৭৫২২৪
ই-মেইল : da@ mpa.gov.bd
ওয়েব সাইট : www. mpa.gov.bd

নং-১৮.১৪.০১৫৮.০১২৪.২৬.০৪২.১৭-৫৮৫ ০৬ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ।

বিষয় : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনা সমূহের ফেব্রুয়ারী-২০১৭ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : পত্র নং-১৮.০১১.০০৬.০০.০০.০০৮.২০১৪-৫৬৪, তারিখ : ২২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৭-০৯-২০১৪ তারিখ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত দিক নির্দেশনায় উল্লেখিত মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ফেব্রুয়ারী-২০১৭ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ছকে সন্নিবেশ করতঃ আদিষ্ট হয়ে অএসাথ প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্ত : ০৩ (তিন) পাতা।

স্বাক্ষরিত/ ৬/৩/১৭
পরিচালক (প্রশাসন)

সচিব
নৌ-মন্ত্রণালয় পরিবহন
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। জনাব আবদুছ ছাত্তার শেখ, উপ- সচিব (মোংলা বন্দর শাখা)
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। জনাব এস. এম. শফিক, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৭.০৯.২০১৪ তারিখ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
পরিদর্শন কালে প্রদত্ত দিক নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	সকল নৌ-পথের নাব্যতা সকল ঋতুতে বজায় রাখার প্রচেষ্টা নিতে হবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর পাশাপাশি সারা বছর মেইনট্যানেন্স ড্রেজিং চালিয়ে যেতে হবে। নদ-নদীগুলো হতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে উত্তোলিত মাটি রপ্তানি করা যায় কি-না যাচাই করে দেখতে হবে। কর্ণফুলী নদীতে ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে আরও ড্রেজার সংগ্রহ করতে হবে।	"পশুর চ্যানেলের হারবার এলাকায় ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে চ্যানেলের হারবার এলাকার বিভিন্ন স্থানে মোট ৩৪.০৬ লক্ষ ঘনমিটার, হিরন পয়েন্ট এর নীলকমলে ১.৫০ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে ৭.৫ মিটার গভীরতার জাহাজ নির্বিঘ্নে বন্দরে আগমন-নির্গমন করতে পারছে। "মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১০-০৫-২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে বন্দর জেটি হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিঃ মিঃ নদী ড্রেজিং করা হবে। উক্ত ড্রেজিং এর দরপত্রের কার্যক্রম চলমান আছে।
২.	বন্যা হতে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে বর্ষাকালে অতি বর্ষণে সৃষ্ট পানি ধারণের ব্যবস্থা রেখে ড্রেজিংসহ অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	মোংলা বন্দরের মুরিং এলাকায় ১০.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আনয়নের লক্ষ্যে আউটার বার এলাকায় ড্রেজিং এর জন্য ''পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং'' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ সম্পন্নের পর উহার ভিত্তিতে ডিপিপি প্রনয়ন করে গত ২২/৯/২০১৬ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ১৭-১১-২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এবং প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী Development Project Proposal (DPP) বাংলায় পুনর্গঠন করে গত ৩১-০১-২০১৭ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেল বন্যার পানি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। ইহা জোয়ার ভাটার দ্বারা প্রভাবিত হয়। উক্ত নদীর নাব্যতা সংরক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে পশুর নদীর হারবার এলাকায় ক্যাপিটাল ডেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সংরক্ষণ ডেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩.	সমুদ্র পথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমুদ্র বন্দর এবং স্থলবন্দর সমূহকে আরও আধুনিক বন্দরে রুপান্তরের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রসারসহ আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক মোংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। মোংলা বন্দররে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০১৬ পর্যন্ত ৩৩৮ কোটি ৯১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ০৭ টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ০৪ টি উন্নয়ন কর্মসূচী সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ০৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে এবং ০৮ টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। মবক কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা **সংযুক্তি -ক** তে প্রদান করা হলো।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
৪.	নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ করে গড়ে তুলতে হবে। তদানুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ডিজাইন মোতাবেক জলযান তৈরী করতে হবে। যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার জন্য সরকারী বিধানবলী অনুসরণ করে জলযানে উদ্ধার ও নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি রাখতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ডিজাইন, বিশেষ করিয়া ক্লাসিফিকেশন সোসাইটির নির্দেশনা মতে তৈরী ও চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। মবক কর্তৃক জলযান তৈরীর ক্ষেত্রে International Association of Classification Societies (IACS) এর সদস্য নিয়োগ, নকশা অনুমোদন ও নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি পূর্বক জলযান তৈরী নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে জলযান ক্রয়ের সময় এ নির্দেশনা অনুসরণ করা হবে।
৫.	পর্যটকগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আকর্ষণীয় নৌ-যানসহ নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী ক্রুজ সার্ভিস ব্যবস্থা অন্যান্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	হিরন পয়েন্টে মবক এর ১টি পাইলট বেজ রয়েছে। পর্যটকদের উৎসাহিত করতে উক্ত পাইলট বেজে তাদের অবস্থান ও আবাসনের সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে।
৬.	মাষ্টার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশিক্ষিত জনবল বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উত্তরবঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।	মবক-এ কর্মরত বিভিন্ন জলযানের মাষ্টার ও নাবিকদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

স্বাক্ষরিত/ ৬/৩/১৭
পরিচালক (প্রশাসন)

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট।

সংযুক্তি-"ক"

মোংলা বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর। খুলনা বিভাগীয় শহর হতে ৪২ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং বাগেরহাট জেলা শহর হতে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে পশুর নদীর পূর্ব তীরে মোংলা নালা ও পশুর নদীর সঙ্গমস্থলে মোংলা বন্দর প্রতিষ্ঠিত। এ বন্দরের প্রধান কার্যালয় মোংলায় অবস্থিত এবং এর কার্যক্রম হিরণপয়েন্ট ও খুলনাস্থ রুজভেল্ট জেটি পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজধানী ঢাকা হতে এর দুরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার।

সরকার মোংলা বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে মোংলা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করে। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ইপিজেড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৪৬০ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করে। এছাড়া মবক এর অধিগ্রহণকৃত জায়গার মধ্যে ৩১৫ একর জায়গার উপর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কার্যক্রম শুরু করেছে। মোংলা বন্দর ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার মোংলা বন্দরের সন্নিকটে রামপালে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট সম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, ঢাকা-মাওয়া-মোংলা সড়কের মাওয়ায় পদ্মা নদীর উপর পদ্মাসেতু নির্মাণ, মোংলা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন এবং গ্যাসের পাইপ লাইন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ১৩২০ মেগাওয়াট সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতি বছর কমপক্ষে ৪৫.০০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা বিদেশ হতে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করা হবে। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার শিল্প কারখানার মালামাল বিশেষ করে গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী/রপ্তানীর সহজ সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে ঢাকা ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার আমদানি/রপ্তানি মালামাল উল্লেখযোগ্য পরিমানে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হবে বলে আশা করা যায়।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোংলা বন্দরের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত প্রকল্প :

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; প্রাক্কলিত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (১ম সংশোধিত) প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ টাকা ৮৭৫৬.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬	প্রকল্পটির অধীনে বিভিন্ন ধরণের মোট ৩০টি ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জাহাজে মালামাল উঠানামার কাজ সহজ হবে। এতে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী-রপ্তানী পণ্য ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্য সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ফলে জাহাজের টার্ন রাউন্ড টাইম কমানো সম্ভব হবে।	৩০টি ইকুইপমেন্ট এর মধ্যে ২২টি ইকুইপমেন্ট ইতোমধ্যে মবক এ এসে পৌঁছেছে এবং অবিশষ্ট ইকুইপমেন্ট মার্চ, ২০১৭ এর মধ্যে মোংলা বন্দরে এসে পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির অনুকুলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের এডিপিতে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।
০২.	মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ টাকা ১৬৬৫০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮	রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লাবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য পশুর চ্যানেলে ১৩কিঃমিঃ এলাকায় প্রায় ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড (BIFPCL) কর্তৃক বছরে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেঃটন কয়লা নির্বিঘ্নে পরিবহন করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পটি গত ১০.০৫.২০১৬ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির ড্রেজিং কার্য সম্পাদনের জন্য দরপত্রের কার্যক্রম চলমান আছে।
০৩.	মোংলা বন্দরের জন্য নিসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ টাকা ২৪১৪.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮	প্রকল্পটির অধীনে ১টি নিসৃত তেল অপসারণকারী জলযান সংগ্রহ করা হবে।	মোংলা বন্দর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় সমুদগামী জাহাজ কিংবা তেলবাহী ট্যাংকার দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে তৈলাক্ত পদার্থ নিসৃত হলে উক্ত জলযান দ্বারা উহা সংগ্রহ করে অপসারণ করা সম্ভব হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা যাবে।	প্রকল্পটি গত ২১/০৮/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জলযানটি সংগ্রহের জন্য গত ৮/১/১৭ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে হয়েছে।
০৪.	**পিপিপি এর আওতায়ঃ** মোংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ। প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ টাকা ৪১২০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়ন কাল ঃ ২০১৬-২০১৭ হতে ২০১৭-১৮	প্রকল্পটির অধীনে আনুমানিক ইকুইপমেন্টসহ ২টি অসম্পূর্ণ জেটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক ১ লক্ষ টিইউউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পটি গত ০৬/০৪/১৬ তারিখে CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২১/০৮/২০১৬ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ভবিষ্যৎ প্রকল্প :

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; সম্ভাব্য ব্যয়; বাস্তবায়নকাল	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১	মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন টাকা ৪৪৭৭৪৪.৯৭ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ ২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১			
	১.১ মোংলা বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	মোংলা বন্দরের ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার হ্যান্ডলিং ও ডেলিভারীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ১টি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে।	কন্টেইনার টার্মিনাল, কন্টেইনার ডেলিভারী ইয়ার্ড ও কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মিত হলে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে বছরে ৫ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পটি চীন সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে China National Complete Engineering Corporation (CCEC) থেকে প্রস্তাব পাওয়ার প্রেক্ষিতে MPA ও CCEC এর মধ্যে গত ১২/০৮/২০১৫ তারিখে MoU এবং গত ০৬/১০/২০১৬ MoA স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, গত ১৯/১০/২০১৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত CCEA সভার সুপারিশের ভিত্তিতে গত ২৭/১০/২০১৬ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি অনুমোদন ও প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য CCEC এর নিকট হতে গত ০৩/০১/২০১৭ তারিখে Financial and Technical Offer পাওয়া গেছে। বর্তমানে প্রকল্পের Specification ও ব্যয় চুড়ান্তকরণ ও নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়াধীন আছে।
	১.২ মোংলা বন্দরে কন্টেইনার ডেলিভারী ইয়ার্ড নির্মাণ	মোংলা বন্দরের ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং এর জন্য ১টি কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।		
	১.৩ কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ	মোংলা বন্দরের ক্রমবর্ধমান কন্টেইনার সংরক্ষণ ও হ্যান্ডলিং এর জন্য ৯নং জেটির পশ্চাতে ১টি কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।		
	১.৪ বহুতল কার ইয়ার্ড নির্মাণ	আমদানীকৃত গাড়ী পরিকল্পিত উপায়ে সংরক্ষণের জন্য ন্যূনতম ৬-৭ হাজার গাড়ি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বহুতল কার ইয়ার্ড নির্মাণ করা হবে।	কার ইয়ার্ড নির্মিত হলে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত ন্যূনতম ৬-৭ হাজার টি গাড়ি সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।	
	১.৫ পশুর চ্যানেলে ডুবন্ত রেক অপসারণ	পশুর চ্যানেল হতে ৫টি ডুবন্ত রেক উত্তোলন করা হবে।	ডুবন্ত রেক অপসারিত হলে পশুর চ্যানেলে পলিজনিত সমস্যা অনেকাংশে দূর হবে। ফলে বন্দরে আরও বড় জাহাজ চলাচল নিরাপদ হবে।	
	১.৬ মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ছয় লেন ও বাইপাস সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ	মোংলা বন্দরের প্রধান সড়ক ও বাইপাস সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হবে।	পদ্মা সেতু নির্মাণ ও খুলনা-মোংলা রেল লাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হলে মোংলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে মোংলা ইপিজেড, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ফলে অত্র এলাকায় উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিকল্পিত উপায়ে নির্বিঘ্নে পরিবহন করা সম্ভব হবে।	
	১.৭ মোংলা বন্দরের জেটির নীচে জমায়িত পলি ভেঙ্গে পড়া রোধকরণ।	৫ হতে ৯ নং জেটি সম্মুখে শীট পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন করা হবে।	শীট পাইলিং এর কাজ সম্পন্ন করা হলে জেটি সম্মুখে নাব্যতা সংরক্ষণ করা সহজতর হবে এবং ৫টি জেটি ৮মিটার ড্রাফটের জাহাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে।	
	১.৮ মোবাইল এক্সরে কন্টেইনার স্ক্যানার সিস্টেম প্রবর্তন	১টি মোবাইল এক্সরে কন্টেইনার স্ক্যানার সংগ্রহ করা হবে।	আমদানি-রপ্তানিকৃত কন্টেইনারে অবৈধ পণ্য আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; সম্ভাব্য ব্যয়; বাস্তবায়নকাল	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০২	মোংলা বন্দরের জন্য একটি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার সংগ্রহ। সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৩২০০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৮-১৯	প্রকল্পটির অধীনে ১টি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজারসহ ১টি মুরিং গিয়ার পন্টুন সংগ্রহ করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরের ১৩১কিঃমিঃ দীর্ঘ চ্যানেলের মেইনটেনেন্স ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা সংরক্ষণ করা সহজ হবে।	চীন সরকারের অনুদানে মোংলা বন্দরের জন্য একটি ট্রেলিং সাকশান হপার ড্রেজার সরবরাহের কার্যক্রম চীনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
০৩	মোংলা বন্দরের জন্য জলযান সংগ্রহ সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৪১০০০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৯-২০	প্রকল্পটির অধীনে ১১টি বিভিন্ন ধরণের জলযান সংগ্রহ করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বন্দরে আগত সমুদ্রগামী জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডেল করা সম্ভব হবে।	প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হওয়ায় ভারতীয় 2nd LoC এর আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গত ২৩/০৩/২০১৬ তারিখে ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, প্রকল্পটি ভারতীয় 2nd LoC এর আওতায় অর্থায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সচিব, নৌপম হতে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কে গত ২২/০৬/২০১৬ তারিখে একটি ডিও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে গত ১১/১২/২০১৬ তারিখে আরও একটি পত্র প্রদান করা হয়েছে।
০৪	ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) প্রবর্তন সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৪৯৬২.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ২০১৬-১৭ হতে ২০১৭-১৮	প্রকল্পটির অধীনে মবক দেশী বিদেশী জাহাজের অবস্থান নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য ভিটিএমআইএস প্রবর্তন করা হবে।	বন্দর সীমানায় আগত সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ মনিটরিং করাসহ দক্ষতার সাথে হ্যান্ডলিং করার মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার মান উন্নীত করা যাবে।	প্রকল্পটির ডিপিপি গত ২৪.০৫.২০১৬ তারিখে নৌপম এর মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির সম্ভাবত্য যাচাই কাজ সম্পন্নপূবর্ক ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২৬/০৯/২০১৬ তারিখে ডিপিপি নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। গত ৩০/১১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্পেসিফিকেশন তৈরীর কাজ চলমান আছে।
০৫	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন ফর মোংলা পোর্ট সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ২৫৩৩.৫০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	প্রকল্পটির অধীনে মোংলায় ১টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দর, সমুদ্রগামী জাহাজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সুপেয় পানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।	প্রকল্পটির উপর গত ২১/০৮/২০১৬ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটির ডিপিপি পূনর্গঠন করে ২০/০৯/২০১৬ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর পরিকল্পনা কমিশন হতে ১১/১/১৭ তারিখে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রকল্পের ডিপিপি পুর্নগঠন করা হচ্ছে।
০৬	স্ট্র্যাটেজিক মাস্টার প্লান ফর মোংলা পোর্ট সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৫৩০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেঃ ২০১৬ হতে জুন ২০১৮	একটি হালনাগাদ মাস্টার প্লান তৈরী করা হবে।	মাস্টার প্লান অনুযায়ী মোংলা বন্দরেরর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।	প্রকল্পটির গত ১৯/০২/২০১৭ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন এর প্রশাসনিক আদেশ পাওয়া গেছে। প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য দরপত্র কার্যক্রম চলমান আছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম; প্রাক্কলিত ব্যয়; বাস্তবায়নকাল;	কার্যক্রম	প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০৭	পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ৭৩২৮২.৪৫ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ জানুঃ ২০১৭ হতে জুন ২০১৯	প্রকল্পটির অধীনে ১০৩.৯৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কার্য সম্পাদন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোংলা বন্দরে ৯মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টি হবে।	মোংলা বন্দরের মুরিং এলাকায় ১০.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আনয়নের লক্ষ্যে আউটার বার এলাকায় ড্রেজিং এর জন্য ‘‘পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ড্রেজিং’’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ সম্পন্নের পর উহার ভিত্তিতে ডিপিপি প্রনয়ন করে গত ২২/৯/২০১৬ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ১৭-১১-২০১৬ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত এবং প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী Development Project Proposal (DPP) বাংলায় পুনর্গঠন করে গত ৩১-০১-২০১৭ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন সম্ভাব্য ব্যয় ঃ টাকা ২৩৬০.০০ লক্ষ বাস্তবায়নকাল ঃ জানুঃ ২০১৭ হতে জুন ২০১৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামোর মেরামত ও উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করা হবে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মবক এর রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে জাহাজ হ্যান্ডলিং এর সুবিধা সৃষ্টি হবে।	প্রকল্পটির উপর নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ০৬/০৯/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ডিপিপি পূনর্গঠন করে গত ১৫/১১/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কামশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/ ৬/৩/১৭
পরিচালক (প্রশাসন)